03 SEP 2016

তারিখ : 03 AUG 2015 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ... 8 ...

সমকাল

কওমি মাদ্রাসা

নিয়ন্ত্রকদের দ্বন্দ্বে আটকে আছে স্বীকৃতি

■ রাজীব আহাম্মদ

কওমি মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রকদের দ্বন্দ্বের কারণে কমিশন গঠনের চার বছরেও অর্জিত শিক্ষার সরকারি স্বীকৃতি পাননি শিক্ষার্থীরা। তিন বছর আগে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কমিশনের একাংশ সুপারিশ জমা দিলেও অপরাংশের বিরোধিতায় তা বাস্তবায়নের জোরালো চেষ্টা ছিল না। স্বীকৃতি না থাকায় এখনও কওমি শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষা ও চাকরির দুয়ার বন্ধ। শিক্ষার্থীরা সরকারের অধীনে স্বীকৃতি চাইলেও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বীকৃতি। তারা চায়, মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ এখনকার মতো তাদের হাতেই থাকতে হবে।

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিতে ২০১২ সালের ১৫ এপ্রিল হেফাজতে ইসলামের আমির ও বৃহত্তম মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মারাসিল আরাবিয়ার (বেফাক) সভাপতি শাহ আহমদ শফীকে চেয়ারম্যান করে ১৭ সদস্যের 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করে সরকার। শোলাকিয়ার ইমাম মাওলানা ফরিদউদ্দীন মাসউদকে কো-চেয়ারম্যান ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

নিয়ন্ত্রকদের দ্বন্দ্বে আটকে আছে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ও গোপালগঞ্জের গহরডাঙ্গা মাদ্রাসার মহাপরিচালক মাওলানা রুহুল আমিনকে সদস্য সচিব করা হয়।

২০১৩ সালের ১৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সুপারিশ জমা দেন কমিশনের কো-চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব। তবে চেয়ারম্যান আহমদ শফী ও তার সমর্থক কমিশন সদস্য এ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেন। তাদের বিরোধিতায় তিন বছর পড়ে আছে সুপারিশ। গত ১১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী কওমির স্বীকৃতি প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার তাগিদ দেওয়ায় সংশ্লিষ্টরা আবার নড়েচড়ে বসেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সনদ দিতে হলে একটা ন্যূনতম কারিকুলাম লাগবে। না হলে কিসের ভিত্তিতে শিক্ষা হবে, কিসের ভিত্তিতে সনদ দেওয়া হবে?' জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে মাদ্রাসা শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের একমত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই মুহূর্তে এটা জরুরি প্রয়োজন। যাতে কারিকুলাম প্রণয়ন করে দ্রুত আমরা সনদ দেওয়ার কাজ শুরু করতে পারি।'

প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া প্রতিবেদনে কমিশন কওমির সর্বোচ্চ শিক্ষা দাওরা-ই হাদিসকে স্নাতকোত্তর, মারহাতুল ফজিলতকে স্নাতক, সানবিয়াহ খাসসাহকে এইচএসসি ও সানবিয়াহ আম্মাহকে এসএসসির সমমান দেওয়ার সুপারিশ করে। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত, সমাজবিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তির মতো সাধারণ শিক্ষার বিষয়াবলি আবশ্যিক করার সুপারিশ করা হয় প্রতিবেদনে।

তবে আহমদ শফী ও তার সমর্থক ধর্মভিত্তিক দলগুলো এর বিরোধী। তাদের অভিযোগ, সরকার কওমি শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার নামে মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এ ব্যাপারে বেফাক মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার বলেন, 'সরকারের নির্ধারিত পাঠ্যক্রম মাদ্রাসায় চালু করা হলে দীনি শিক্ষা ব্যাহত হবে। কওমি শিক্ষা স্বকীয়তা হারাবে। মাদ্রাসায় আলেম-ওলামাদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। চলে যাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে। আমরা এ পদ্ধতি মেনে স্বীকৃতি নেব না। যাদের স্বীকৃতি প্রয়োজন তারা নিক।'

এ অভিমতের বিরোধিতা করে স্বীকৃতির পক্ষে ফরিদউদ্দীন মাসউদ বলেন, 'তাদের নিজের ওপর আস্থা নেই। তাই সব সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়ে থাকেন।' সরকারের নিয়ন্ত্রণে কোনো সমস্যা দেখছেন না শোলাকিয়ার ইমাম। তিনি বলেন, 'রমজানে ও হজের সময়ে রিয়াদ-জেদ্দায় মাদ্রাসার জন্য দান-খয়রাত তুলতে যান অনেকে। এমপির কাছে যান গমের জন্য। এটা কি সম্মানের? তার চেয়ে সরকারের কাছ থেকে সহায়তা নিয়ে চলা ভালো।' কওমি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের স্বার্থেই স্বীকৃতি প্রয়োজন বলে মনে করেন কমিশনের কো-চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, '১৫-১৬ বছর পড়াশোনা করে সব যোগ্যতা থাকার পরও চাকরি হচ্ছে না। কওমি ছাত্রদের জন্য সরকারি চাকরির দরজা খোলা থাকলে প্রশাসনে অন্তত ১০ ভাগ দীনদার অফিসার থাকত। দেশের উপকার হতো।'

সরকারি হিসাবে, ২০১৫ সালে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার ৯০২টি। শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখ। এ হিসাবের বাইরেও শত শত মাদ্রাসা রয়েছে। কওমি-সংশ্লিষ্টদের দাবি, মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০ লাখের বেশি। প্রায় ৮০ শতাংশ মাদ্রাসা বেফাকের নিয়ন্ত্রণে। আরও চারটি আঞ্চলিক বোর্ড বাকি মাদ্রাসাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। তবে হেফাজত, ইসলামী ঐক্যজোট, খেলাফত মজলিস ও খেলাফত আন্দোলনের নেতারাই এসব মাদ্রাসার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক। নেতারাই মাদ্রাসার শিক্ষক, পরিচালক।

ফরিদউদ্দীন মাসউদের অভিমত, এসব রাজনৈতিক দলের নেতারা মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হওয়ার ভয়েই স্বীকৃতি চান না। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি দ্রুত শেষ করার তাগিদ দেওয়ায় আবারও তারা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। কওমি-সংশ্লিষ্ট সবাইকে একমত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, 'যারা একমত হবেন, তারা স্বীকৃতি নেবেন। যারা আসবেন না, তারা স্বীকৃতি নেবেন না। কোনো জোরজবরদস্তি নেই।' আবদুল জব্বার বলেন, 'যারা সরকারের ধর্মহীন শিক্ষানীতি মেনে স্বীকৃতি নিতে আগ্রহী, তারা নিক। আমরা নেব না।'

কমিশনের সদস্য সচিব রুহুল আমিন বলেন, 'আহমদ শফী হুজুরের নির্দেশনা মেনেই সিলেবাস প্রণয়ন উপকমিটি করা হয়েছিল। তারা সিলেবাসের বিশদ রূপরেখাও দিয়েছিলেন সুপারিশে। এর পরও কেন বিরোধিতা করছেন, তা বোধগম্য নয়। প্রধানমন্ত্রী আন্তরিক, তার পরও কিসের ভয়ে যেন কিছুই হচ্ছে না। সাধারণ ছাত্রদের ভবিষ্যতের স্বার্থে ভয় উপেক্ষা করে স্বীকৃতি দিতে হবে।'

কওমি শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'জাতীয় শিক্ষার্থী পরিষদ'ও স্বীকৃতি চায়। সংগঠনের আহ্বায়ক মাওলানা নাইমুল ইসলাম বলেন, 'ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে যে কোনো প্রক্রিয়ায় আমরা স্বীকৃতি চাই।'